স্ম র ণ

আব্দুর রউফ

স্মরণ

আবদুর রাউফ

সম্পাদকমণ্ডলী

অভিজিৎ কর গুপ্ত, আমজাদ হোসেন, উৎপল ঝা, খাজিম আহমেদ, মীর রেজাউল করিম, মুজিবর রহমান, মেঘ মুখোপাধ্যায়, শক্তিসাধন মুখোপাধ্যায়, সাইফুল্লা, শেখ হাফিজুর রহমান

আলিয়া সংস্কৃতি সংসদ

কলকাতা

২০২৩

SMARAN
ABDUR RAUF

Edited by :
Abhijit Kar Gupta, Amjed Hossain, Mir Rejaul Karim, Mujibar Rahaman, Megh Mukhopadhyay, Saktisadhan Mukhopadhyay, Saifulla, SK Hafijur Rahaman

প্রথম প্রকাশ : ফেব্রুয়ারি ২০২৩
প্রচ্ছদ : কৃষ্ণজিৎ সেনগুপ্ত
অক্ষর বিন্যাস ও মুদ্রণ : বর্ণায়ন, কলকাতা, ৯১৪৩১৩৪৯৯৩

স্বত্ব : আলিয়া সংস্কৃতি সংসদ

মূল্য : ৩০০/-
প্রাপ্তিস্থান : নিউ লেখা প্রকাশনী, ধ্যানবিন্দু

যোগাযোগ : ৮৬৩৭০৮৬৪৬৯, ৯৮৮৩০১০৬২১
aliahsanskriti@gmail.com

সেখ আবদুস সামাদ (কল্যাণী সীড ফার্ম)-এর সৌজন্যে
আলিয়া সংস্কৃতি সংসদ-এর পক্ষে মীর রেজাউল করিম কর্তৃক
৩৮ ডা. সুরেশ সরকার রোড, কলকাতা ৭০০০১৪ থেকে প্রকাশিত।

বি দ্র : এই বই এর পিডিএফ বিনামূল্যে সংগ্রহযোগ্য।
যোগাযোগ : ৮৬৩৭০৮৬৪৬৯

সূচিপত্র

আবদুর রাউফ : চোখের আলোয়

আসাদ রাউফ ১৩

মিসেস রাউফ ১৯

আবদুর রাউফ : আমাদের চোখে

খাজিম আহমেদ ২৭

আহমদ হাসান ইমরান ৪৩

মইনুল হাসান ৫০

শক্তিসাধন মুখোপাধ্যায়, ৫৮

উৎপল ঝা ৬৪

অনল আবেদিন ৭০

মুহাম্মদ হেলালউদ্দিন ৭৪

সিরাজুল ইসলাম ৭৯

সা'আদুল ইসলাম ৮৩

মুজিবর রহমান ৮৬

গোলাম রাশিদ ৮৯

ইমানুল হক ৯২

গোলাম গউস সিদ্দিকি ৯৪

আবদুর রাউফ : সহকর্মীর উপলব্ধি

মেঘ মুখোপাধ্যায় ৯৭

শহীদুল ইসলাম ১০৬

বর্ণালী ঘোষ দস্তিদার ১১৩

জাইদুল হক ১১৮

অভিজিৎ কর গুপ্ত ১২৫

আবদুর রাউফ : পাঠকের প্রতীতি

জাহিরুল হাসান ১২৯

আমিনুল ইসলাম ১৩৭

আসাদুল ইসলাম ১৪২

আবদুর রাউফ : গবেষকের নির্ণয়
কস্তুরী মুখোপাধ্যায় ১৫০
আবদুর রাউফ : সৃষ্টি-বীক্ষণ
স্বাধীনতা উত্তর পর্বে পশ্চিম বাংলার মুসলমান—রমজান আলি ১৬৩
মুক্তমনের সংকট—শেখ নজরুল ইসলাম ১৭২
গণতন্ত্র ও সংখ্যালঘু সমস্যা—সেখ জাহির আব্বাস ১৮১
ভারতের বাংলাভাষী মুসলমান—ইনাস উদ্দীন ১৯২
বহুমাত্রিক নজরুল—আবু রাইহান ১৯৫
আবদুর রাউফ : কথালাপে ২০৫
আবদুর রাউফ : আমাদের এষণা
আমজাদ হোসেন ২১১
কাজী মহ. হাবিব ২১৭
লেখক-কথক পরিচিতি ২২০
আবদুর রাউফ : সৃষ্টি থেকে চয়ন, ২২৩
পরিশিষ্ট-১
জীবনপঞ্জি ২৫৭
লেখালিখির রূপরেখা ২৫৯
প্রাপ্ত পুরস্কার ও সম্মাননা ২৬৪
পরিশিষ্ট-২
সংবাদপত্রে প্রকাশিত প্রতিবেদন ২৬৭
স্মরণসভা ২৭১
স্মরণসভা কেন্দ্রিক প্রতিবেদন ২৭৬
পরিশিষ্ট-৩
ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও অন্যান্য ছবি ২৮১
শংসাপত্র, মানপত্র প্রভৃতির প্রতিলিপি ২৮৬
বই এর প্রচ্ছদ ২৮৯
লিখিত চিঠিপত্র ২৯১
স্মরণসভার কার্ড ২৯৬

ঘোষণা : আমরা ফেব্রুয়ারি ২০২৪ এ, আলিয়া সংস্কৃতি সংসদের পক্ষ থেকে 'আবদুর রাউফ রচনাবলি' প্রকাশ করার পরিকল্পনা করেছি। এই প্রেক্ষিতে আপনার ঐকান্তিক সহায়তা কামনা করি। আবদুর রাউফ প্রণীত অগ্রন্থিত রচনার সন্ধান দিয়ে অনুগ্রহ করুন। যোগাযোগ : ৮৬৩৭০৮৬৪৬৯

‘চতুরঙ্গ’ সম্পাদক আবদুর রউফ

কস্তুরী মুখোপাধ্যায়

‘চতুরঙ্গ’ পত্রিকার প্রকাশের ইতিহাস সম্পর্কে যাঁরা কমবেশি অবগত আছেন তাঁরা জানবেন বিশ শতকের যে দেশকালে ‘চতুরঙ্গ’-এর জন্ম, বাংলা পত্র পত্রিকার ঐতিহ্য ও অভিজ্ঞতা তখন সুসমৃদ্ধ। কিন্তু নানা কারণে সময়টা ছিল সমস্যাসঙ্কুল। এক বিশ্বযুদ্ধ থেকে আরেক বিশ্বযুদ্ধের পথে গোটা পৃথিবী তখন দ্রুত এগিয়ে চলেছে। বিশ্বজোড়া অর্থনৈতিক মন্দা গ্রাস করে ফেলেছে আর্থিক স্থিতিশীলতা। রাবীন্দ্রিক রোম্যান্টিকতায় আস্থা হারিয়ে ‘কল্লোল’-এর বাঙালি বুঝে নিতে চাইছে তার রিয়েলিটি। তার সামনে তখন সোনার হরিণ বলতে নবোদ্ভুত সোভিয়েত রাশিয়া। যে তত্ত্বের প্রয়োগে তার জন্ম সেই তত্ত্বের নাম মার্ক্সবাদ। সাম্রাজ্যবাদ তখন দ্রুত ফ্যাশিবাদে রূপান্তরিত হয়ে যাচ্ছে। দেশজুড়ে ছড়িয়ে পড়ছে স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা ও কর্মসূচি। সমাজকল্যাণের আদর্শ কার কাছ থেকে গৃহীতব্য, তা নিয়ে দোটানায় দেশের মানুষ।অহিংসার পথ না প্রত্যাঘাতের? সে কি গণতন্ত্রের পথ ধরবে, না সমাজতন্ত্রের? বাঙালির নিজস্ব সামাজিক বিশ্বে ভাঙনের আশঙ্কা ক্রমশ প্রবলতর। সেই আশঙ্কার নাম দেশভাগ। হিন্দু মুসলমান সম্পর্কে চলছে ঐক্যবাদ ও অনৈক্যবাদের দ্বৈরথ। একটি পত্রিকা কিন্তু অনেক রকম চ্যালেঞ্জ। মেইন স্ট্রিম পত্রিকার সমৃদ্ধশালী ঐতিহ্য তার পিছনে, উঁচু সুরে বাঁধা তার মান। পণ্যবাদের পথ ধরে পত্রিকাভুবনে পাকা রাজত্ব কায়েম করতে তৎপর ‘দেশ’। শুদ্ধ বৌদ্ধিক চর্চার পথ ছেড়ে মার্ক্সবাদের দিকে চলে যাচ্ছেন ‘পরিচয়’-এর কারিগররা। এইরকম একটা জটিল সময়ে ‘চতুরঙ্গ’ প্রবেশ করে বাংলা পত্রিকার জগতে। অনেক রকম প্রতিযোগিতা ও চ্যালেঞ্জের সামনে তাকে দাঁড়াতে হবে, নিতে হবে নানা ভাগে ভাঙা বাঙালি জীবনের সাংস্কৃতিক অভিভাবকত্বের দায় দায়িত্ব। হুমায়ুন কবির এবং আতাউর রহমান চড়া সুরে বেঁধে দিয়েছিলেন এই পত্রিকার মান। হুমায়ুন কবির আমৃত্যু, তেত্রিশ বছর ছিলেন এর সম্পাদক। তাঁর পরে সবচেয়ে বেশিদিন সম্পাদনার দায়িত্ব ছিল যাঁর হাতে, তিনি আবদুর রউফ। প্রায় সিকি শতাব্দী।[১] আমরা এই নিবন্ধে রউফের সম্পাদিত ‘চতুরঙ্গ’

নিয়েই আলোচনা করবো। দেখে নেব, পুরোনো ঐতিহ্যের সঙ্গে তাঁর অবদান এই পত্রিকার মর্যাদায় কী কী ভাবে সংযুক্ত হয়েছে।

৪৬ বর্ষ-৭ম সংখ্যা (নভেম্বর, ১৯৮৫) থেকে আবদুর রউফ 'চতুরঙ্গ'-র সম্পাদনাভার গ্রহণ করেন। ৪৬ বর্ষ-৭ম সংখ্যায় আবদুর রউফের নাম মুদ্রিত হয়েছিল 'নির্বাহী সম্পাদক' হিসেবে। ৫৫ বর্ষ (১৪০২ সন) পর্যন্ত 'নির্বাহী সম্পাদক', তারপর ৫৬ বর্ষ (১৪০৩ সন) থেকে ৬৮ বর্ষ (১৪১৬ সন) পর্যন্ত 'সম্পাদক'। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ১৪০৮ সনে ('চতুরঙ্গ'-র ৬১ বর্ষ) আবদুর রউফ তাঁর নিজের পদবীর বানান পরিবর্তন করেন। 'রউফ'-এর বদলে 'রাউফ' লিখতে শুরু করেন তিনি। ৬৩ বর্ষ-৩য়/৪র্থ সংখ্যা (বৈশাখ-আশ্বিন, ১৪১১) থেকে 'চতুরঙ্গ'-এর সহ-সম্পাদক হিসেবে যোগ দেন মেঘ মুখোপাধ্যায়। তিনি 'চতুরঙ্গ'-র দীর্ঘদিনের শুভানুধ্যায়ী এবং পত্রিকার কর্মকাণ্ডের সঙ্গে অন্তরঙ্গভাবে যুক্ত। ৬২ বর্ষ-৩য়/৪র্থ সংখ্যা থেকে এই পত্রিকার সম্পাদনায় কয়েকজন উপদেষ্টামণ্ডলী রূপে যুক্ত হন। এঁরা হলেন শঙ্খ ঘোষ (১৯৩২-২০২১), দেবব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়, সুখরঞ্জন সেনগুপ্ত, রণেনআয়ন দত্ত এবং তুষার তালুকদার।

২

'চতুরঙ্গ' পত্রিকার বিশেষত্ব ছিল সৃজনশীল রচনা এবং মননশীল প্রবন্ধ প্রকাশে। পত্রিকার সূচনায় সাধারণত থাকত একটি প্রচ্ছদ নিবন্ধ। তারপর কবিতা। তারপর আরো বেশ কয়েকটি প্রবন্ধ, গল্প, ধারাবাহিক উপন্যাস ধরণের রচনা। সাহিত্য ব্যতিরেকে অন্যান্য শিল্পমাধ্যম নিয়ে আলোচনা। শেষে পুস্তক সমালোচনা। এই ঘরানাটিই মোটামুটি শেষ অবধি বাহিত হয়েছিল। কিন্তু এ পত্রিকায় প্রকাশিত সৃজনশীল রচনাগুলিও ছিল মননশীলতার উঁচু তারে বাঁধা। হুমায়ুন কবির যখন সম্পাদক ছিলেন, তখন পত্রিকা পরিচালনায় আতাউর রহমানের অবদান কম ছিল না। অশোক মিত্র (১৯২৮-২০১৮) এক স্মৃতিচারণায় বলেই দিয়েছিলেন—

"চতুরঙ্গে'র প্রধান আয়োজক তথা তত্ত্বাবধায়ক আতাউর রহমান। 'চতুরঙ্গ' পত্রিকার ইতিহাস প্রকাশক হিসেবে আতাউর রহমানের তিতিক্ষার ইতিহাস।" "দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের শেষ সময় থেকে শুরু করে ১৯৭৭ সালে তাঁর মৃত্যু পর্যন্ত, 'চতুরঙ্গ' ছিল একান্তই আতোয়ার রহমানের পত্রিকা। আরো স্পষ্ট করে বলতে গেলে বলতে হয়, আতোয়ার রহমানের ব্যক্তিত্ব, আতোয়ার রহমানের সত্তা।"[২]

আবদুর রউফ যখন সম্পাদক তখন আতাউর প্রয়াত। সম্পাদক হিসেবে তাঁর দায়িত্ব পূর্ববর্তী সম্পাদকদের চেয়ে অনেকটাই ভারী এবং একক ছিল এ কথা বলা বাহুল্য।

২৩ কিস্তিতে সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের 'অলীক মানুষ', ৬ কিস্তিতে সুভাষ ঘোষালের 'তন্মাত্র' প্রকাশিত হয়েছিল আবদুর রউফের সম্পাদনাকালেই। আবুল বাশার, রবিশংকর বল, গুণময় মান্না, সাধন চট্টোপাধ্যায়, মিহির ভট্টাচার্য, সুধাংশু ঘোষ, রামকুমার মুখোপাধ্যায়, অভিজিৎ সেন, প্রফুল্ল রায়, মধুময় পাল প্রমুখ বহু সমসাময়িক গল্পকারের প্রায় ১৭০টি ছোটগল্প প্রকাশিত হয়েছিল। তাঁর সম্পাদনাকালেও কবিতা বিশেষ মর্যাদায় প্রকাশিত হয়েছে। সমসাময়িক প্রতিষ্ঠিত এবং নবীন কবি উভয়কেই স্থান দিয়েছিল রউফের সম্পাদিত 'চতুরঙ্গ'। রউফ যখন সম্পাদনাকর্মে যোগ দিলেন তখন বাংলায় রাজনৈতিক কবিতার ধারাও অনেকখানিই অপসৃত। কবিতার বিষয় অভিমুখ তখন অনেকটাই ঘুরে গেছে কলাকৈবল্যবাদের দিকে। যে বিষয়টি এ প্রসঙ্গে উল্লেখ না করলেই নয়, আটের দশকের বাংলা কবিতার যাঁরা প্রধান কবি, সেই জয় গোস্বামী, সুবোধ সরকার, নবারুণ ভট্টাচার্য, মৃদুল দাশগুপ্ত, রাহুল পুরকায়স্থ সম্পূর্ণভাবে অনুপস্থিত 'চতুরঙ্গ'-তে। পরিবর্তে যাঁরা অধিকার করেছিলেন 'চতুরঙ্গ'-এর পৃষ্ঠা তাঁরা অনেকেই দেশভাগোত্তর ওপার বাংলার প্রধান কবি। শামসুর রহমান, শিহাব সরকার, জয়নাল আবেদিন, জিয়া হায়দার, আল মাহমুদ, শামসুল হক, ইকবাল আজিজ, খসরু পারভেজ, খালিদা এদিব চৌধুরী, দাউদ হায়দার আটের দশকে দেশভাগ পরবর্তী বাংলাদেশের কবিদেরকে সবিশেষ গুরুত্ব দিয়েছিল 'চতুরঙ্গ'। এঁদের সঙ্গে নবীন কবি হিসেবে পিনাকী ঠাকুর, যশোধরা রায়চৌধুরী, বিনায়ক বন্দ্যোপাধ্যায়, মন্দাক্রান্তা সেন, শ্রীজাত, চৈতালী চট্টোপাধ্যায়, জয়দেব বসুর কলমকেও স্থান দিয়েছিলেন সম্পাদক।

৩

আবদুর রউফের সম্পাদনায় 'চতুরঙ্গ' পত্রিকার যে ১৩৮টি সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছিল তাতে মোট প্রবন্ধের সংখ্যা প্রায় সাড়ে ছ'শো। রাজনীতি, রবীন্দ্রচর্চা, প্রতিবেশী সাহিত্য, আন্তর্জাতিক সাহিত্য, সাহিত্যের প্রকরণ, সাহিত্যিকের মূল্যায়নমূলক, শিক্ষা, ইতিহাস, দর্শন, সঙ্গীত, বিজ্ঞান, শিল্প, মানবিকীবিদ্যা, স্মৃতিচারণ, আন্তর্শৃঙ্খলামূলক ইত্যাদি নানা বিষয় চিন্তনের ডানা মেলেছিল সেইসব নিবন্ধে। যিনি যে বিষয়ে পারঙ্গম সেই বিষয়ে তো বটেই, ভিন্ন মতের বা ভিন্ন ক্ষেত্রের মানুষকে দিয়েও লিখিয়ে নেওয়া হতো। যেমন, গান্ধীজির জন্মের একশো পঁচিশ বছর উপলক্ষে ১৪০১ সালের কার্তিক সংখ্যায় গান্ধীকে নিয়ে তিন ঘরানার তিন লেখক কলম ধরেছিলেন 'চতুরঙ্গ'-য়। স্বামী লোকেশ্বরানন্দ, হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এবং সুনীল সেন। একজন রামকৃষ্ণানুরাগী, অন্য দুজন মার্ক্সবাদী পণ্ডিত। ১৯৩৯ সালে ভারতীয় বংশজ ব্রিটিশ কমিউনিস্ট রজনীপাম দত্ত গান্ধীকে অতিক্রুর মন্তব্যে 'this mascot of the Bourgeoise' বলে বিদ্ধ করলেও সেই পথের পথিক হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় কিন্তু সশ্রদ্ধ বিশ্লেষণে দেখিয়েছেন,

নানা বৈপরীত্যে দীর্ণ হলেও মানব-মমতা, স্বদেশের শৃঙ্খলা মোচনের সংকল্প, সাম্রাজ্যবাদী চক্রান্তে পাকিয়ে তোলা হিন্দু মুসলমানের অনৈক্য দূরীকরণ ও ভারতবাসীর জীবনে কল্যাণ সাধনই ছিল মূল প্রেরণা তাঁর। গান্ধীজির ট্রাজিক হাহাকারটিও তিনি ফুটিয়ে তুলেছেন

'আর দেশভাগ যখন অনিবার্য হয়ে দাঁড়াল, তখন বললেন, 'আমি ক্লান্ত, বিপ্লব যদি কেউ পারে তো করুক', আর 'হে রাম' উচ্চারণ করে প্রাণ দিলেন নির্বোধ নির্মম ঘাতকের হাতে।'[৩]

অমলকুমার মুখোপাধ্যায় 'কংগ্রেস রাজনীতিতে গান্ধীর আবাহন ও বিসর্জন' নিবন্ধে দেখিয়েছেন, যিনি কংগ্রেসী সংগঠনের বিকাশ পর্বে ছিলেন সবচেয়ে উজ্জ্বল, সবল ও সচল ভারতের স্বাধীনতালগ্নে তিনিই কীভাবে হয়ে গেলেন নিঃসঙ্গ ও প্রকাশ্যে উপেক্ষিত নায়ক। এমন সমালোচনা মূলক নিবন্ধ প্রকাশে সম্পাদক এগিয়ে এসেছিলেন।

বিংশ শতাব্দীর ঘটনাগত ইতিহাসকে প্রেক্ষিতে রাখলে 'চতুরঙ্গ' পত্রিকার প্রতিক্রিয়া যে খুব সদা জাগ্রত ছিল, তা বলা যায় না। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হওয়ার মুখে 'চতুরঙ্গ'-এর আত্মপ্রকাশ। তার পরেই এসে পড়ল অশান্ত উত্তাল চল্লিশের দশক। এই সময়েই আগস্ট আন্দোলন- ভারত ছাড়ো আন্দোলন। রচিত হল 'নবান্ন', 'নবজীবনের গান'। পরপর ঘটে গেল পঞ্চাশের মন্বন্তর, হিরোসিমা-নাগাসাকিতে আনবিক বোমা নিক্ষেপ, জনযুদ্ধ, হিটলারের পতন, রশিদ আলি দিবস, নৌ বিদ্রোহ, গ্রেট ক্যালকাটা কিলিং, স্বাধীনতা, দেশভাগ, উদ্বাস্তুস্রোত, চীনে প্রজাতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা। ঘটনার তরঙ্গ আছড়ে আছড়ে পড়ছিল ঘরে ও বাইরে। 'চতুরঙ্গ' হাতড়ালে এই রাজনৈতিক অস্থিরতার উত্তাল অশান্ত রূপ খুব যে তেমন পাওয়া যায়, তা বলা যায় না। সংবাদপত্রে সে সময়ে উপচে পড়ছিল ঘটনা উদ্ধৃত তথ্যের প্রবাহ। 'চতুরঙ্গ' সে তুলনায় অনেক নিরুত্তাপ, নির্বিকল্প অবস্থানে স্থিত ছিল। পরস্পর বিরোধিতার অনেক অবকাশ তৈরি হয়েছিল বাঙালির রাজনৈতিক ও সামাজিক জীবনে। 'চতুরঙ্গ' তার মধ্যে তখন সেভাবে প্রবেশ করেনি। কিন্তু আবদুর রউফ সম্পাদক হওয়ার পর এই নির্লিপ্ততা থেকে 'চতুরঙ্গ' অনেকটাই বেরিয়ে আসে এবং অনেক বেশি সংবেদনশীল হয়ে ওঠে। দেশের নানা প্রান্তে সেসময় মাথা তুলছিল বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন। গোর্খাল্যান্ড-খালিস্তান আন্দোলন, ব্লু-স্টার অপারেশন, ইন্দিরা গান্ধী হত্যা, এল.টি.টি.ই., সুইসাইড স্কোয়াডের বোমায় রাজীব গান্ধী নিধন, বার্লিন প্রাচীরের ভেঙে পড়া, সোভিয়েত রাশিয়ার পতন। তার আগে পেরেসত্রোইকা, গ্লাসনস্ত, হিন্দুত্ববাদের উত্থান, বাবরি মসজিদ ভাঙায় 'চতুরঙ্গ' তার মননশীল প্রতিক্রিয়া জানিয়েছিল। অজিত রায়ের 'পেরেসত্রোইকা এবং সমাজতান্ত্রিক পুনর্নবায়নের সমস্যা' (কার্তিক ১৩৯৫), জয়ন্তকুমার রায়ের 'সোভিয়েত ইউনিয়নে সমাজবাদের পুনর্নবীকরণ' (চৈত্র ১৩৯৫), সতীন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর 'কমিউনিস্ট দুনিয়া

ভাঙনের মুখে কেন' (অগ্রহায়ণ ১৩৯৬), জয়ন্তকুমার রায়ের 'চীন ও সোভিয়েতে অর্থনৈতিক সংস্কার'-এর (ফাল্গুন ১৩৯৬) পাশাপাশি গৌতম নিয়োগীর 'রামজন্মভূমি বনাম বাবরি মসজিদ' (মাঘ ১৩৯০), খাজিম আহমেদ-এর 'ইতিহাসচর্চা ও সাম্প্রদায়িকতা' (ফাল্গুন ১৩৯৪), গৌরকিশোর ঘোষ-এর 'ধর্মনিরপেক্ষ গণতন্ত্র বনাম সংঘ পরিবার' (ফাল্গুন ১৩৯৯), গৌতম রায়-এর 'মন্দির ধ্বংস, মুসলিম শাসনে হিন্দু নির্যাতন: রটনা এবং ঘটনা' (মাঘ ১৩৯৯) এইসব নিবন্ধের মধ্যে তার জাগ্রত প্রমাণ আছে। মধ্য প্রাচ্য নিয়ে এ.ডাবলু. মাহমুদ 'উপসাগরীয় সংকটের পটভূমি' (ফাল্গুন ১৩৯৭) নামে একটি লেখা লিখেছিলেন। গ্রেট ক্যালকাটা কিলিং-এর সময় 'চতুরঙ্গ' মৌন থাকলেও নয়ের দশকে ফিরে দেখেছিল সেই ভয়ঙ্কর ঘটনাকে। 'কলকাতায় অগস্ট ১৯৪৬-এর ভয়ঙ্কর হত্যাকান্ডের আগে ও পরে' (পৌষ ১৩৯৬) নিয়ে লিখেছিলেন অশোক মিত্র। বিভক্ত বাংলার বেদনাময় ইতিহাসকে তথ্যনিষ্ঠভাবে তুলে ধরেছিলেন সচ্চিদানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'অবিভক্ত বাংলার শেষ অধ্যায় ১৩৯৭-৪৭' (ভাদ্র ১৩৯৭ থেকে আশ্বিন ১৩৯৭) নামক ধারাবাহিক লেখায়। সমস্যা ও সমাধানসূত্রের যাবতীয় জট নিয়ে 'চতুরঙ্গ' পা বাড়িয়েছিল একুশ শতকে। ঘটমান রাজনৈতিক সমস্যার দিকে তার যে অনীহা সূচনাপর্বে ছিল তার অনেকখানি কাটিয়ে উঠেছিল বরিষ্ঠ বয়সে। কাশ্মীর, অসম, মাও-সে-তুং, সেকুলারিজম, বিশ্বায়ন, সন্ত্রাসবাদ, পঞ্চায়েত ব্যবস্থা সব কিছু নিয়েই 'চতুরঙ্গ'-র প্রাবন্ধিকরা মাথা ঘামিয়েছেন। সঞ্জিত চক্রবর্তীর 'অসমে জনবিন্যাস ও জাতিসত্তার সঙ্কট-একটি পর্যালোচনা' (ভাদ্র ১৪০৩), শ্রীনিরপেক্ষ-র 'কাশ্মীর কি রাষ্ট্রীয় অভিশাপ? অথবা একটি মোহনীয় চ্যালেঞ্জ?' (পৌষ ১৪০৩, কার্তিক পৌষ ১৪০৪), জ্যোতিপ্রকাশ চট্টোপাধ্যায়ের 'সন্ত্রাসবাদ ও বিচ্ছিন্নতাবাদ বিষয়ে দু'চারটি কথা' (কার্তিক চৈত্র ১৪০০), অমর্ত্য সেনের 'সেকুলারিজম এবং সে সম্পর্কে বিবিধ আপত্তি' ইত্যাদি প্রবন্ধের নাম এপ্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে। এখানেও দেখতে পাই সম্পাদক সবসময়েই নানামাত্রিক বিদ্যাচর্চাগত বিশেষজ্ঞতার দিকে তীক্ষ্ণ নজর রেখেছিলেন।

৪

'চতুরঙ্গ' পত্রিকার জন্মলগ্নে সম্পাদকযুগল হুমায়ুন কবির ও বুদ্ধদেব বসু ভারতীয় সাহিত্যচর্চার একটি নিয়মিত বিভাগ চালু করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু লেখার অভাব বা লেখকের অভাব যাই হোক না কেন, সেই বিভাগ পরবর্তী সময়ে আর এগিয়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব হয়নি। মাত্র এক বছর পরই বিভাগটির নাম 'ভারতীয় সাহিত্য' থেকে পরিবর্তিত হয়ে হয়ে যায় 'বাংলা সাহিত্য'। এই উদাসীনতা পেরিয়ে রবীন্দ্রকুমার দাশগুপ্তের পরামর্শে 'চতুরঙ্গ'-র প্রতিবেশী সাহিত্য-সংস্কৃতি চর্চা নতুন করে ডানা মেলেছিল সম্পাদক আবদুর রউফের উদ্যোগে। এর সূচনা উদ্যোগটি ছিল অনুবাদ গল্পের সংকলন নিয়ে

একটি বিশেষ সংখ্যা প্রকাশ। আবদুর রউফ তখনও সহ-সম্পাদক। বাংলাভাষাকে সঙ্গে করে ভারতীয় উপমহাদেশের উনিশটি গল্প সংকলিত হয়েছিল এই বিশেষ সংখ্যায়। এর মধ্যে ছিল অসমীয়া, উর্দু, ওড়িয়া, কন্নড়, কাশ্মীরি, গুজরাতি, ছত্রিশগড়ি, তামিল, তেলেগু, নেপালি, পাঞ্জাবি, মরাঠি, মালয়ালম, সাঁওতালি, সিন্ধি, রাজস্থানি এবং হিন্দি। 'সাহিত্য অকাদেমী' পুরস্কারপ্রাপ্ত বহু লেখক (পী. লঙ্কেশ, এম. সুকুমারণ, রমেশ্বর দয়াল শ্রীমালী, বলরাজ কোমল) যেমন ছিলেন এই তালিকায়, তেমন আবার কারমাডার-এর মতো ছদ্মপরিচয়ের অনামী গল্পকারকেও পাওয়া যায়। সংবাদপত্রসেবী (পী. লঙ্কেশ 'লঙ্কেশ' পত্রিকা, সুফী গুলাম মুহম্মদ 'শ্রীনগর টাইমস, হোমেন বরগোহাঁঞি 'আমার অসম') হওয়ার সুবাদে এঁদের অনেকেই আবার সংস্পর্শে এসেছিলেন সমাজের নানা স্তরের মানুষের। সেই সব অভিজ্ঞতাজীবী কাহিনির পাশাপাশি কেতু বিশ্বনাথ রেড্ডি বা কৃষ্ণপ্রসাদ মিশ্রের মতো পেশায় অধ্যাপক গল্পকারের দেখাও মেলে। রউফ সম্পাদক হওয়ার পরেও এক ডজন অনুবাদ গল্পের নিদর্শন এই পত্রিকায় আমরা পেয়েছি, তাতে আছে চারটি তামিল, দুটি উর্দু, দুটি অসমিয়া, দুটি মারাঠি এবং একটি করে হিন্দি ও ডোগরি গল্প। সৌরভকুমার চলিহা, গৌরী দেশপান্ডে, অবিনাশ ঢোরশ, মামনি রায়সম গোস্বামী, ইন্দিরা পার্থসারথি প্রমুখের গল্পের অনুবাদ স্থান পেয়েছিল সেখানে। শুধু অনুবাদ নয়, প্রতিবেশী সাহিত্যের সংরূপগত আলোচনা, সাহিত্যিকদের পরিচয় বিশ্লেষণের পাশাপাশি প্রতিবেশী সংস্কৃতির দিকেও নজর ছিল সম্পাদকের। হিন্দি, উর্দু, তামিল, গুজরাটির মতো বড়ো (major Indian Language) ভাষা-সাহিত্য ও সাহিত্যিকরা যেমন উঠে এসেছে, তেমনি আঙ্গামি, সাঁওতালির মতো ক্ষুদ্র জনগোষ্ঠীর সাহিত্য-সংস্কৃতিও ব্রাত্য ছিল না। শুভেন্দুশেখর মুখোপাধ্যায় শিবশঙ্কর পিল্লাইকে নিয়ে যখন লিখেছিলেন (ভাদ্র ১৩৯২) সেই বছরই পিল্লে জ্ঞানপীঠ পুরস্কারে সম্মানিত হয়েছিলেন। মারাঠী, আঙ্গামী, পাঞ্জাবী কবিতা এবং মহারাষ্ট্র, উত্তরপ্রদেশের লোকনাট্যের সঙ্গে পরিচয় করিয়েছিলেন কিরণশঙ্কর মৈত্র। কমলেশ সেন লিখেছিলেন ইসমত চুগতাই-কে নিয়ে। ফকিরমোহন সেনাপতি-র দেড়শো বছরে এষা দে তাঁকে নিয়ে লিখেছিলেন 'ফকীরমোহন ও তাঁর একটি গল্প' (জ্যৈষ্ঠ ১৩৯৯)। এমনই ভিন্ন স্বাদ ও ভিন্ন ভাষাচর্চার এক গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র রচিত হয়েছিল আবদুর রউফ সম্পাদিত 'চতুরঙ্গ'-তে।

এই পত্রিকার অন্যতম বিশেষ মাত্রা ছিল আন্তর্জাতিক সাহিত্য নিয়ে আলোচনা। এই পরিসরটি ভারতীয় সাহিত্যচর্চার মতন পুনর্নির্মিত করতে হয়নি। এই চর্চা 'চতুরঙ্গ'-তে ছিল ধারাবাহিক। আবদুর রউফ তাঁর সম্পাদনাকর্মে সেই ঐতিহ্যকেই এগিয়ে নিয়ে গেছেন, সমৃদ্ধ করার চেষ্টা করেছেন যথাসাধ্য। যেমন, রবীন্দ্রকুমার দাশগুপ্ত 'বিশ্বসাহিত্য' নামে একটি ফিচার করেছিলেন, যা অন্যান্য উপবিভাগের সঙ্গে সমান্তরালে অবস্থান করতো। রউফের 'চতুরঙ্গে' 'বিশ্বসাহিত্য'-কে আর 'আলোচনা'র উপবিভাগ নয়, একটি

স্বতন্ত্র বিভাগরূপেই আমরা পাই। এ পর্যায়ে প্রথম নিবন্ধটি ছিল মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'সম্ভব ছিল? কাফকার অন্য রূপান্তর?' (জৈষ্ঠ, ১৩৯৩)। দ্বিতীয়টি জীবনকুমার মুখোপাধ্যায়-এর 'লোরকার ট্যাজেডি-ত্রয়ী' (আষাঢ়, ১৩৯৩)। মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'পুরাতত্ত্বের ভগ্নস্তূপেই নতুন বিপ্লবের শেষ' নিবন্ধে এডিরিভিরা শরচ্চন্দ্রের (১৯১৪-৯৬) উপন্যাস 'কারফিউ এন্ড এ ফুল মুন' এবং জেসমিন গুণরত্নের সংকলিত শ্রীলঙ্কার ছোটোগল্প সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে সিংহলি ভাষা-সাহিত্য ও সমাজব্যবস্থার একটি সংক্ষিপ্ত রূপরেখা তুলে এনেছেন। এসমাইল ফাসিহ-র (১৯৩৫-২০০৯) 'সরাইয়া ইন কোমা' উপন্যাসের আলোচনা যে বছর উঠে এসেছিল সৌরিন ভট্টাচার্যের 'বুদ্ধিজীবির মৌষলপর্ব'-এ। তার মাত্র দুবছর আগে প্রকাশিত হয়েছে উপন্যাসটি। আন্তর্জাতিক মানে শুধু ইউরোপ নয়, ইউরোপের বাইরেও যে দুই-চতুর্থাংশ জমি আছে, সেখানকার সাহিত্য নিয়েও রচিত এই পরিসর নিঃসন্দেহে সম্পাদকের সুচিন্তনের ফসল। নির্বাসিত রুশ কবি যোসেফ ব্রডস্কি নোবেল পুরস্কার পাওয়ার পরের বছর তাঁর কাজ নিয়ে বাঙালি পাঠককে অবগতও করিয়েছিল এ পত্রিকা। অশোক মিত্র যথার্থ মূল্যায়ন করেছিলেন।

'আপাতশ্লথ অথবা অতিদ্রুত বিশ্বে যা ঘটছে, চিন্তার অন্দরে যা অনুরণিত হচ্ছে, মানুষের আবেগে যা তন্মুহূর্তে অনুকম্পিত, 'চতুরঙ্গ' তার কিছু কিছু স্বাদ আস্বাদ ধরে রাখতে সচেষ্ট ছিল। বিদেশী বা অন্য ভারতীয় ভাষায় বিখ্যাত কোনো প্রবন্ধ বা গল্প বা আলোচনা, যা সেই মুহূর্তে অন্যত্র আলোড়ন তুলেছে, এখানে তার একটু আধটু আভাস ছিটকে এসেছে, ঝটপট অনুবাদ করে প্রকাশের দায়িত্ব পালন করেছিল 'চতুরঙ্গ': যে-কোনো চিন্তার ঝোঁক বা আবেগের উৎক্ষেপণ, যা লণ্ডনে বা প্যারিসে বা নিউ ইয়র্কে ঢেউ তুলেছে, তার কিঞ্চিৎ ঘাত প্রতিঘাত কলকাতার উপকূলে কেন ধাক্কা দেবে না, সেই তুড়ি-মারা অহংকার রাউফ পর্বে 'চতুরঙ্গ' জুড়ে,।'[৪]

৫

'চতুরঙ্গ' পত্রিকার এক অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিশেষত্ব হচ্ছে, এ পত্রিকা সূচনা থেকেই কোনো ধর্ম বা জাতিসম্প্রদায়ের প্রতিনিধিত্ব করেনি বটে, কিন্তু হয়ে উঠেছিল শিক্ষিত বাঙালি মুসলমান সমাজেরও এক মননশীল প্রকাশমাধ্যম। এ বিষয়ে 'চতুরঙ্গ'-র প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক হুমায়ুন কবিরের একটি বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গী ছিল। জাতিভিত্তিক গোঁড়ামি নয়, এদেশীয় মুসলমানদের মূল সংস্কৃতি-চর্চার স্রোতের সঙ্গে এক লয়ে মিলিয়ে দেখতে চেয়েছিলেন কবির। 'চতুরঙ্গ' পত্রিকার সূচিপত্র পর্যালোচনা করলে মুসলমান সমাজকে নিয়ে তার এই চর্চার চিত্র দুভাবে ধরা পড়ে। প্রথমত, যে সব রচনায় মুসলমান সমাজ-সংস্কৃতি, তাদের সাহিত্যসাধনা, শ্রেণিচেতনা, রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে চর্চা

হয়েছে সেসব নিয়ে মননঋদ্ধ রচনা। দ্বিতীয়ত, বাঙালি মুসলমান লেখকদের বৌদ্ধিক ও সৃজনশীলতার প্রকাশমাধ্যম হিসেবে 'চতুরঙ্গ'। শুরুটা যেভাবে হয়েছিল পরবর্তীকালে এই ধারাবাহিকতায় খানিক শ্লথতা দেখা যায়। ১৩৫৯ সনে অন্নদাশঙ্কর রায়ের 'সেকুলার স্টেট'-এর পর দীর্ঘ তিরিশ বছরে মাত্র চারটি নিবন্ধ, যেখানে মুসলমান সমাজের কথা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ গুরুত্বে উঠে এসেছিল।

আবদুর রউফ সম্পাদক হওয়ার পর মুসলমান সমাজ-কে নিয়ে 'চতুরঙ্গ' পত্রিকায় যে আলোচনার ধারা শুরু হয়, তার দুটি প্রত্যক্ষ স্রোত লক্ষ করা যায়। একটি ভারতবর্ষকেন্দ্রিক, অন্যটি বাংলাদেশকেন্দ্রিক। এছাড়াও দেশভাগ-পূর্ব পাকিস্তান ভাষা আন্দোলন পর্ব পেরিয়ে ওপার বাংলা ততদিনে স্বাধীন রাষ্ট্র হিসাবে আত্মপ্রকাশ করেছে। সেখানে ধর্মীয় সংখ্যাগুরু স্তরে রয়েছে 'বাঙালি' মুসলমানরা। অন্যদিকে এপারেও রয়েছে 'সংখ্যালঘু' মুসলমান সমাজ। রাজনীতিগন্ধি এই সময়কার প্রবন্ধগুলিতে দুপারের মুসলমান সমাজেরই আশা-আকাঙ্ক্ষা-সমস্যা-সমাধান-সাহিত্য-সংস্কৃতি-জীবনচর্যার প্রসঙ্গ উঠে এসেছে আলাদা আলাদা প্রেক্ষিতে। বদরুদ্দিন উমর, আনিসুজ্জামান, সৈয়দ আবুল মকসুদ-এর প্রবন্ধে যেমন উঠে এসেছে বিভাগোত্তর ওপার বাংলার মুসলমান সমাজের প্রসঙ্গ; অন্যদিকে তেমনি অমলেশ ভট্টাচার্য, এস.এ. মাসুদ, রশীদ আল ফারুকী, চিত্তব্রত পালিত, হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, পুলকনারায়ণ ধর, গৌতম রায়-এর রচনায় উঠে এসেছিল এপারের মুসলমানদের সামাজিক ও রাজনৈতিক সমস্যাগুলি। এপ্রসঙ্গে দুটি প্রবন্ধের কথা উল্লেখ করতেই হয়। প্রথমটি ৬৩ বর্ষ-১ম/২য় সংখ্যায় (কার্তিক-চৈত্র, ১৪০১) প্রকাশিত সৈয়দ আবুল মকসুদ-এর 'বাঙালি জাতি, বাঙালি মুসলমান, বাঙালি জাতীয়তাবাদ ও বাংলাদেশ', যেখানে সমসাময়িক ধর্মীয় ও রাজনৈতিক অবস্থা বিচার করে তার বীজ সন্ধানে রত হয়েছেন প্রাবন্ধিক।

'অস্বীকার করা যাবে না যে ইসলামের ভিত্তিতেই মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ এলাকা নিয়ে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার সেই আন্দোলন হয়েছিল মুসলমান জাতীয়তাবাদের ভিত্তিতে। সেই জাতীয়তাবাদের কোনো বৈজ্ঞানিক ভিত্তি ছিল না বটে কিন্তু অনেকগুলো ঐতিহাসিক বাস্তবতা সেই আন্দোলনে তীব্র গতিবেগ সঞ্চার করেছিল।'[৫]

সেইসব 'ঐতিহাসিক বাস্তবতা'র অন্যতম ছিল মুক্তিযোদ্ধাদের তারুণ্য। বহু বছর ধরে যারা সাম্প্রদায়িক সংঘাতের সম্মুখীন হয়নি, তাদের জানা-বোঝার মধ্যেই হয়তো কোথাও ফাঁক থেকে গিয়েছিল কোনো কোনো গুরুতর দিক। সেই ফাঁক থেকেই জন্ম নিয়েছিল উগ্র সম্প্রদায় চেতনা, যা সাধারণ মানুষকেও (মুসলমান সমাজের) অনেকাংশে সামিল করতে সক্ষম হয়েছিল তাদের সঙ্গে।

অন্য প্রসঙ্গটি ১৯৯২ সালে ভারতবর্ষের প্রেক্ষিতে। ৬ ডিসেম্বর, ১৯৯২ অযোধ্যায় ঘটে যায় বাবরি মসজিদ ধ্বংসের ঘটনা। দেশের নানা জায়গায় ছড়িয়ে পড়ে সাম্প্রদায়িক

অস্থিরতা। এমত পরিস্থিতিতে 'চতুরঙ্গ' তার কর্তব্য বিস্মৃত হয়নি। ভারতবর্ষের বৃহত্তর ইসলাম সম্প্রদায়ের অংশ হিসাবে পশ্চিমবঙ্গের মুসলমান সমাজেও যাতে বিভ্রান্তি না ছড়ায়, সেখানে বঙ্গসমাজের ঐতিহ্যানুসারী সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি যাতে বজায় থাকে, সেই কথা মাথায় রেখেই প্রকৃত ঐতিহাসিক সত্য 'চতুরঙ্গ'-এর পাতায় তুলে ধরেছিলেন বিশিষ্ট সাংবাদিক গৌতম রায়। ৫৩ বর্ষ-৩য় সংখ্যাতে (মাঘ, ১৩৯৯) প্রকাশিত হয় 'মন্দির ধ্বংস, মুসলিম শাসনে হিন্দু নির্যাতন: রটনা এবং ঘটনা'। প্রতিক্রিয়াশীল গুজবের হাত থেকে মুসলমান সমাজকে রক্ষা করার 'শিক্ষিত' পথ হল ইতিহাসচর্চা। আবদুর রউফ-এর 'চতুরঙ্গ' সেই পথেই বিশ্বাসী ছিল।

৬

আবদুর রউফ নিজে যে 'চতুরঙ্গ'-এর জন্য খুব বেশী কলম ধরেছেন তা নয়। বহু বিষয়ে হুমায়ুন কবিরের পদাঙ্ক সচেতনভাবে অনুসরণ করলেও, কবীর সম্পাদনা কালে যেখানে প্রায় আটান্নটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন সেখানে রউফ লিখেছিলেন মাত্র তিনটি। প্রবন্ধের তুলনায় বেশি করেছিলেন পুস্তক সমালোচনা। আর লিখেছিলেন স্মরণ, শ্রদ্ধার্ঘ্য, সম্পাদকীয় নিবেদন শীর্ষক কয়েকটি আবশ্যক কলাম। 'চতুরঙ্গ' পত্রিকায় প্রকাশিত সম্পাদক আবদুর রউফের কলমে প্রকাশিত রচনা তালিকা থেকে প্রতিপন্ন হয় বিষয়বৈচিত্র্য থাকলেও তাঁর কলমের মুল ঝোঁক ছিল বঙ্গীয় মুসলমান সমাজ, তার আশা-আকাঙ্ক্ষা, সাহিত্য-সংস্কৃতি-ধর্মাচরণের দিকে।

'চতুরঙ্গ' ছিল মূলত একটি সম্পাদকীয়হীন পত্রিকা। বিশেষ পরিস্থিতিতে পাঠকদের উদ্দেশ্যে কয়েকটি মাত্র সম্পাদকীয় প্রকাশিত হয়েছে। রউফের সম্পাদনাকালে ১৪০৪-০৫ সনে স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষ্যে এই পত্রিকার প্রকাশদায় এবং সুধী-লেখকদের প্রতি কৃতজ্ঞতাসূচক তিনটি সম্পাদকীয় নিবেদন পাওয়া যায়। এই নিবেদনগুলি ছাপা হয়েছিল পত্রিকার একেবারে শেষ পৃষ্ঠায়। পত্রিকায় প্রকাশিত রচনাসমগ্র নিজেই নিজের কথা বলবে, এমনই দৃষ্টিভঙ্গী প্রথম থেকেই ছিল এর। ধারাবাহিক ইতিহাস পর্যালোচনা করলে এর সঙ্গে সঙ্গে সম্পাদকের দৃষ্টিভঙ্গীটিকেও হৃদয়ঙ্গম করা যায়।

কবীর নিজে যত কলম ধরেছিলেন প্রবন্ধের জন্য, রউফ ধরেছিলেন পুস্তক পর্যালোচনার জন্য। লেখার সঙ্গে লিখিয়ে নেওয়াও সুযোগ্য সম্পাদকের দায়িত্ব। বাংলায়, বাংলার বাইরে অন্য ভাষায়, বাংলাদেশে, ইউরোপে, আমেরিকায়, মধ্য প্রাচ্য, দ.পূর্ব এশিয়ায় যেখানেই উল্লেখযোগ্য কোনো বই প্রকাশিত হয়েছে, যথাসাধ্য হাজির করার চেষ্টা করেছেন 'চতুরঙ্গ'-র টেবিলে। তাঁর সম্পাদনাকালে প্রায় সাতশো গ্রন্থের রিভিউ প্রকাশ হয়েছিল। রিভিউ লেখার জন্য আমন্ত্রিত হতেন যোগ্যজনেরাই। Twilight of the Bengal Renaissance- R K Dasgupta and His Quest for a World Mind'

(Subrata Dasgupta) গ্রন্থের সমালোচনা করেছিলেন চিন্ময় গুহ; আমজাদ হোসেন সমালোচনা করেছিলেন 'Derozio Remembered- Bicentenary Celebration Commemoration Volume– Surces and Documents' (Sakti Sadhan Mukhopadhyay) গ্রন্থের। স্বপন মজুমদার লিখেছিলেন 'রবীন্দ্রনাথ ও সজনীকান্ত' (জগদীশ ভট্টাচার্য), 'বাংলা উপন্যাসের রূপকল্প ও প্রযুক্তি' (কার্তিক লাহিড়ী), 'ভারতশিল্পী তারাশঙ্কর' (জগদীশ ভট্টাচার্য) গ্রন্থের রিভিউ; 'আপিলা চাপিলা' (অশোক মিত্র) নিয়ে লিখেছিলেন মালিনী ভট্টাচার্য; গৌতম ভদ্র লিখেছিলেন 'ভারতবর্ষ ও ইসলাম' (সুরজিৎ দাশগুপ্ত)বিষয়ে। তবে শুধু বিশেষজ্ঞ লেখকই নন, সম্পাদক একটু অন্যরকম পরীক্ষাও করেছিলেন। যিনি গান্ধীবাদী তাঁকে দেওয়া হযেছিল মার্কসবাদ বিষয়ক গ্রন্থ; চৈতন্যদেব বিষয়ক বই আলোচনা করতে দেওয়া হয়েছিল বস্তুবাদী লেখককে; কবিকে দেওয়া হয়েছিল ইতিহাসের বই; গদ্যকারকে কবিতা; এপার বাংলার সাহিত্যিককে ওপার বাংলার মানুষের জীবনী; ওপার বাংলার সমালোচক হাতে পেয়েছেন এপার বাংলার প্রাতিষ্ঠানিক বিদ্যাচর্চার গ্রন্থ। বিশেষজ্ঞতার নিরিখে গ্রন্থ যাচাই-এর সঙ্গে বৈপরীত্যের আলোয় তার পর্যালোচনা।

লেখক ও পাঠকের বিনিময় ও দেওয়া-নেওয়ার মধ্যবর্তী ভূমিকা ছাড়াও মুদ্রিত পত্রিকার একটি নির্মাণগত নির্দিষ্ট দায়ও থাকে। সেটা হচ্ছে, যোগ্য লেখকদের উৎকৃষ্টমানের লেখা তৈরিতে উৎসাহ দান এবং পাঠকদের অনুভব ও মেধাকে মার্জিত করা। কি তার করণীয়, কি তার গ্রহণীয়, সামাজিক বিশ্বে যথোপযুক্ত হয়ে ওঠার এই নির্মাণ প্রক্রিয়ায় পত্রিকা অনবরত মালমশলা সরবরাহ করতে থাকে। সংকটময় ও অস্পষ্ট সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বিশ্বে তাকে সংবেদনশীল ও মেধাবী মানুষ হতে সাহায্য করে পত্র-পত্রিকা। নানা ওঠা-পড়ার মধ্যে চলমান, নানা টানাপোড়েনের মধ্যে বিকীর্ণ, নানা সংকীর্ণতা ও উৎকেন্দ্রিকতার মধ্যে বিদীর্ণ বাঙালিকে একরকমভাবে নির্মাণ করেছিল 'চতুরঙ্গ'। স্রোতের সঙ্গে তাল মিলিয়েও স্পর্ধার সঙ্গে বজায় রেখেছে নিজস্বতাকে। কোনো মেরুকরণের দিকে কখনও ঝুঁকে পড়েনি 'চতুরঙ্গ'। সেই কারণেই স্বাতন্ত্র্য নিয়ে হাজার পত্রিকার ভিড়েও সে মেলে রাখতে পেরেছিল তার নিজস্ব বৈশিষ্ট্যগুলিকে। হুমায়ুন কবীর, আতাউর রহমান যে দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে 'চতুরঙ্গ'-কে নির্মাণ করেছিলেন, নানা টানাপোড়েনের মধ্যে দিয়েও তাকে লালন করতে পেরেছিলেন আবদুর রউফ। তিনি নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গী মিলিয়েছিলেন কিন্তু পত্রিকার মূল কাঠামো অভিন্ন রেখে। সেকারণেই 'সবুজ পত্র', 'কালিকলম', 'কল্লোল' বা 'পরিচয়' বাংলা পত্রিকা সংস্কৃতির যে মাননিক পরিকাঠামো রচনা করে দিয়েছিল 'চতুরঙ্গ' বাংলা পত্রপত্রিকার ইতিহাসের সেই মূল ধারারই বিশিষ্ট পত্রিকা হয়েই রয়েছে।

তথ্যসূত্র

১। হুমায়ুন কবির ও বুদ্ধদেব বসুর যুগ্ম সম্পাদনায় 'চতুরঙ্গ'-র যাত্রা শুরু। এরপর দিলীপকুমার গুপ্ত, বিশ্বনাথ ভট্টাচার্য কিছুকাল সম্পাদনা করেন। ৪৬ বর্ষ-৭ম সংখ্যা থেকে আবদুর রউফ/রাউফ সম্পাদক।

২। অশোক মিত্র (সম্পা); 'চতুরঙ্গ' থেকে ১'; দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা; ২০০৬, সম্পাদকীয় নিবেদন

৩। আবদুর রউফ (সম্পা); 'চতুরঙ্গ' ৫৫ বর্ষ-২য় সংখ্যা; কার্তিক ১৪০১; পৃ. ৭৮

৪। অশোক মিত্র (সম্পা); 'চতুরঙ্গ' থেকে ১'; দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা; ২০০৬, সম্পাদকীয় নিবেদন

৫। আবদুর রউফ (সম্পা); 'চতুরঙ্গ' ৬৩ বর্ষ-১ম/২য় সংখ্যা; কার্তিক-চৈত্র ১৪০১; কলকাতা; পৃ. ৬৫